আল ক্বেয়ামাহ	AlQiamah	أَلْقِيَـٰمَة
পরম করুণাময় ও অসিম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
1. আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের,	1. Nay, I swear by the Day of Resurrection.	لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ﴿١﴾
2. আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়-	2. And nay, I swear by the reproaching self.	وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾
3. মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না?	3. Does man think that We shall not assemble his bones.	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ ﴿٣﴾
4. পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।	4. Yes, We have the power on putting together his fingertips.	بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾
5. বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়	5. But man desires that he may continue committing sins.	بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ ﴿٥﴾
6. সে প্রশ্ন করে-কেয়ামত দিবস কবে?	6. He asks: “When is the Day of Resurrection.”	يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ﴿٦﴾
7. যখন দৃষ্টি চমকে যাবে,	7. So when vision is dazzled.	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾
8. চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।	8. And the moon is eclipsed.	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾

9. এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে-	9. And the sun and the moon are brought together.	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩
10. সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা কোথায় ?	10. Man will say on that day: “Where is the escape.”	يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠
11. না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।	11. Nay, there is no refuge.	كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١
12. আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।	12. Unto your Lord that Day shall be the place of rest.	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
13. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।	13. That Day man shall be informed of what he sent before and left behind.	يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝١٣
14. বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান।	14. But, man will be a witness against himself.	بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝١٤
15. যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।	15. Even if he offers his excuses.	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝١٥
16. তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না।	16. Move not your tongue concerning it (the Quran) to make haste therewith.	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝١٦
17. এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।	17. Indeed, upon Us is its collection, and its recitation.	إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝١٧
18. অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।	18. So, when We have recited it, then follow its recitation.	فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝١٨

19. এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।	19. Then, indeed, it is upon Us its clarification.	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
20. কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস	20. Nay, but you love the worldly life.	كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾
21. এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।	21. And leave the Hereafter.	وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾
22. সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে।	22. (Some) faces that Day shall be radiant.	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
23. তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।	23. Looking at their Lord.	إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾
24. আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে।	24. And (some) faces that Day shall be gloomy.	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾
25. তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে।	25. Thinking that it is about to befall on them a calamity.	تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
26. কখনও না, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে।	26. Nay, when it (the soul) reaches the throat.	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
27. এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে	27. And it is said: "who is an enchanter (to cure)."	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾
28. এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে।	28. And he (dying man) thinks that it is (time of) separation.	وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾
29. এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে।	29. And the leg is joined to the leg.	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾
30. সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে।	30. To your Lord, that Day, will be the drive.	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

31. সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি;	31. So neither he affirmed, nor prayed.	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾
32. পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।	32. But he denied and turned away.	وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾
33. অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে।	33. Then he went to his kinsfolk, arrogantly.	ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾
34. তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।	34. Woe to you, (and) then (again) woe.	اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾
35. অতঃপর, তোমার দুর্ভোগের উপর দূর্ভোগ।	35. Then (again), woe to you (and) then (again) woe.	ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾
36. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?	36. Does man think that he will be left neglected.	اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
37. সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?	37. Was he not a sperm from semen, which is emitted.	اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾
38. অতঃপর সে ছিল রক্তপিন্ড, অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।	38. Then he was a blood clot, then He formed (him) then proportioned.	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾
39. অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল নর ও নারী।	39. Then He made from it two kinds, the male and the female.	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾
40. তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?	40. Is not that (Creator) Able to give life to the dead.	اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾